মুখোশ (৪) ও আনুষাঙ্গিক

মুখোশ - ৩ এর শুরুতে একটা ভুমিকা দিয়েছিলাম, আশা করে ছিলাম সেটা পাঠকদের কাছে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করবে। অনেক পাঠক সেটা ধরতে পেরেছেন, অনেকে তেমন ভাবে ভাবেননি। সে সম্পর্কে পরে বলা যাবে, আগের কথা আগে।

মুখোশ - ২ সম্পর্কে অভিজিৎ রায় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখন এটা পাঠকদের এককিত্তিয়ারভুক্ত, তাদের বিচার বিবেচনার বিষয়। যে জন্যে আমার লেখা তা হচ্ছে - তিনি তার লেখায় নিশ্চিত দু'টা ভুল তথ্য দিয়েছেন। যথা - ১) জিয়াউদ্দিন 'মুক্তমন ও মৌলবাদ' লেখাটি মুক্তমনায় পাঠান নি। ২) ওখানে (সদালাপে) এ বিষয়ক লেখা ছাপা হয়েছিল। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে , আমি লেখাটা পাঠিয়েছিলাম, সেটা পোষ্ট হয়নি এমনকি একটা মেল করে ছাপা না হবার কারন জানানোর মতো ভদ্রতাও দেখাননি মুক্তমনা মডারেটর। দ্বিতীয়ত উক্ত লেখাটা কখনও সদালাপে পোষ্ট করা হয়নি। ভুল হতে পারে এ ভেবে অভিজিৎ রায়ের লেখাটা পাওয়ার পর মেইল করে তাকে বিষয়টা জানানোর পর তিনি বললেন ------I cant remember whether I got your article in Mukto-mona. It's a quite long time ago. Only thing I remember that I saw your article in vinnomot and most probably in shodalap and Bnagla amar too.মাত্র ৬ মাস আগের তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আপনাদের এ উদাসিনতা কি ১৪০০ বৎসর আগের তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আপনাদের বাস্তবভিত্তিকতাকে প্রশ্নের সন্মুখিন করে না? এখানে প্রসঙ্গিক ভাবে একটা কথা বলি। আপনারাতো মুসলমানদের হেয় করার জন্যে কোরআনে ঢু মারেন, অনেক আয়াতের রেফারেন্স দেন, নিচের আয়াতটা দু'টাকি আপনার নজরে এসেছেঃ

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না । এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না (২ : ৪২)
যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমানের দ্বারা পরিচালিত হয়ো না ..(১৭ : ৩৬)

আয়াতগুলোটা মন্দ না, কি বলেন? কমপক্ষে জেহাদের কথাতো নেই এতে। মুসলমানদের এগুলো মানতে হয়, মুক্তমনাদের কত সুবিধা, এসবের বালাই নেই।

আলমগীর হোসেন তার লেখায় নিরাপত্তার সাথে মুখোশের একটা সম্পর্কের কথা বলেছেন। একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার, আমরা ছদ্মনাম আর মুখোশের পার্থক্যটা মাথায় রেখেই এগুচ্ছি। যে ওয়েব পেইজের কথা আপনি বলেছেন, তাতে ছদ্মনামের ছড়াছড়ি। যেমন ফতেমোল্লা, ঢাকাইয়া, হীরামন তোতা । তাতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। এমনকি যদি কেহ বলেন, "ইসলাম মানে আমার কাছে গৃনার ধর্ম`` (হিসাব মিলেনা, উত্তর পাইনা -৭, দিগন্ত বড়ুয়া), তবে তিনিও কোন আলোচনার মধ্যে আসেন না, কারন তিনি একটা সম্প্রদায়কে ঘৃনা করেন, সে ঘৃণা ছড়ান তার লেখার মাধ্যমে, পাঠকদের কাছে তার অবস্থান পরিষ্কার। তার কাছ থেকে পাঠক "নিগ্রিহিত অস্পৃশ্য এক জাতি যারা মানব সমাজে বসবাস করার কোনো যোগ্যতা রাখেন না তা কি বেশী বলা হবে ?` এ চেয়ে ভাল কোন বক্তব্য পাঠক আশা করেন না।

সমস্যাটা হচ্ছে মুখোশধারীদের নিয়ে। যারার নিজ নামে মানবতাবাদী, এথিষ্ট বা নাস্তিক নাম দিয়ে বড় বড় বক্তব্য ছেড়ে বাজার গরম করেন আর একই সাথে অন্য নামের আড়ালে একটা সমপ্রদায় বা কোন ব্যক্তি বিশেষকে অপদস্থ করার জন্যে লিখেন। যেমন ধরুন একজন বিশিষ্ট লেখকের কথা বলা হয়েছে মুখোশ - ১ এ যিনি স্বনামে লিখেন বাসার কম্পিউটার থেকে আর বেনামে লিখেন অফিসের কম্পিউটার থেকে, যার একমাত্র লক্ষ্য শুধু মাত্র মানব সমাজের একটা ধর্মীয় গোষ্টীর নামে বিভ্রান্তি আর ঘৃণা ছড়ানোর (http://www.shodalap.com/webwatch.htm) । এমন আরও অনেকের খোঁজ পেয়েছি যারা একই সাথে তিন নামে লিখেন আর লেখার ভাষা দিয়ে পাঠকদের বিভ্রান্ত করেন। এ ক্ষেত্রে আলমগীর হোসেনের নিরাপত্তার প্রশ্নটা যদি প্রধান হতো তবে তারা নিশ্চয় ছদ্ম নামের পাশাপাশি স্বনামে লিখতেন না। আসলে এটা একটা অসুস্থ মানসিকতা, এরা নিজের ভিতরের পাশবিক শক্তিটাকে অন্যের মধ্যে দেখিয়ে আনন্দ পান।

এবার আসি মুখোশ কেন উন্মোচন করা দরকার তার পক্ষে কিছু কারন দেখানোর চেষ্টা করা যাক। মুক্তমনা নামক ওয়েব গ্রুপের মূল মন্ত্র হচ্ছে“secular site for Atheists, Agnostics, free-thinkers, rationalists, skeptics, humanists of Bangladesh and other south Asian countries." আসুন দেখি তারা কি করেন। দিগন্ত বড়ুয়ার সিরিজ “হিসাব মিলেনা, উত্তর পাই না” ১ থেকে ৭ পর্ব সেখানে আছে । পাঠক, পর্ব - ৪ (যা কুদ্দুস খানের মতো নীতিহীন মানুষও তার ওয়েব পেজ থেকে নামিয়ে ফেলেছেন) পড়ে যদি কেহ তার মধ্য থেকে কোন যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী বা সেকুলার কথা বের করতে সক্ষম হন দয়া করে জানাবেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝতে অক্ষম যে, একটা বিশেষ ধর্মের অনুসারী হলে মানুষ নিম্নমানের মানুষ হয়ে যাবে কি ভাবে- এটি যুক্তিবাদের কোন সূত্রে পড়ে? একটা মতবাদের অনুসারী মানুষকে হীনভাবে চিহ্নিত করা মানবতাবাদের মধ্যে পড়ে কিনা? এটা কি বর্ণবাদী চিন্তা নয়? তবুও তারা মানবতাবাদী, সেকুলার। মানুষের মধ্যে ঘৃনা ছড়াতে যাদের বিবেকে একটুও বাঁধে না, তারা যখন নিজেদের মানবতাবাদী হিসাবে পরিচয় দেয়, তখন আশংখা হয় পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে। এরাইতো ইরাকে স্বাধীনতা দিতে গিয়েছে? ঐ ওয়েব সাইডে আপনি ইসলামের বিরুদ্ধে যে কোন ধরণের লেখা পাঠিয়ে দেখতে পারেন, যদিও কোন ধরনের যুক্তিবাদ, দর্শন, মানবতা বা মুক্তচিন্তা (সভ্যতা বা শালীনতাসহ) সংগায় না ও পড়ে, তবুও আপনার লেখা স্থান পাবে, নিশ্চত থাকতে পারেন। এ সব মুখোশধারীদের সম্পর্কে জানার অধিকার সকলের আছেন নিশ্চয়।

এবার আসুন আরেকদল হিপোক্রেটদের (মুখোশখারী) সম্পর্কে বলা যাক। নিচের ম্যাসেসটা লক্ষ্য করুনঃ

From: naasteek@yahoo.com (Murtaad Munaafeq)
Newsgroups: alt.religion.christian
Subject: Ibn Warraq, Taslima Nasrin, Ali Sina & Faith Freedom Foundation's Statement of Sept. 11, 2001 Attack

যদি পুরোটা পড়তে চান দেখুন ঃ

http://groups.google.com/groups?selm=57eb510f.0111010509.6958b731%40posting.google.com&oe=UTF-8&output=gplain

সেখানে কি বলা হয়েছে? কোরআনের একটা আয়াত দিয়ে শুরু হয়েছে লেখাটা, যেখানে Tall Tower কথাটা আছে - কারন পরিষ্কার - ৯-১১কে ব্যবহার করা (চমৎকার আবিষ্কার বটে!)। যারা এটা করেছেন, তারা নিশ্চিত জানেন, এ আয়াতের সাথে টাওয়ার ধ্বংশ করার কোন যোগাযোগ নেই, এটাতে মৃত্যুর অনিবার্যতার কথা বলা হয়েছে। তারপর যথারীতি বিশ্বরাজনীতি, মুসলমান, জেহাদ, ইসলামে বিবাহ, হযরত আয়েশা (রাঃ), সেপ্টেম্বর ১১, ইত্যকার বিষয় বর্ণনা করার পর মুসলমান ভাইদের প্রতি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। খৃষ্টানদের ওয়েব গ্রুপে মুসলমানদের প্রতি ধর্ম ত্যাগের আহ্বান ! আশ্চর্য হবার কোন কারন নেই, এটা পরিষ্কার যে, এরা ইচ্ছকৃত ভাবে একটা ধর্মের বিরুদ্ধে আরেক ধর্মের আনুসারীদের উত্তেজিত করার প্রয়াসে এ কাজ করেছেন ? তারপরও তারা সেকুলার - মুক্তমনা। পাঠক লক্ষ্য করুন তাদের বানিজ্যিক চিন্তা কত টনটনে, তারা বলেন Faith Freedom Foundation is an organization of freethinkers of Muslim background and secular individuals who uphold the concept of secular humanism., চমৎকার। মুসলমান ছিলেন, এখন নেই, আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মের মানুষকে উত্তেজিত করার জন্যে আপনার পূর্ব পরিচয়টা আপনাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বেশ বাড়াবে এটাতে আপনাদের একটুও ভুল হয়নি।

প্রশ্ন হচ্ছে যে তিনজন লেখাটা সাইন করেছেন তাদের ই-মেইল থাকা অবস্থায় Murtaad Munaafeq নাম দিয়ে Nasteek@yahoo.com থেকে ম্যাসেসটা পোষ্ট করা হয়েছে কে? তারা বলবেন, আমরা করিনি, আন্য কেহ করেছে। এতে সাপও মরলো লাঠিও ভাঙলো না। আই পি এড্রেস থেকে দেখা যাচ্ছে National University of Singapore এর কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়েছে এ জন্যে। আমরাতো একজন নাস্তকিকে জানি যিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। পাঠক, নিশ্চিত না হয়ে কোন নাম বলা কি ঠিক?

সবশেষ একটা কথা বলে শেষ করি, একটা ওয়েব পেজ মুসলমানদের টলারেন্স শিক্ষার পাঠক্রমে সর্বশেষ সংযোজন করেছেন একজন হিন্দু পুরোহিত মুখোশধারীকে, যিনি বঙ্কিমীয় ভাষায় মুসলমানদের ম্লেচ্ছ-যবন হিসাবে চিহ্নিত করে শ্লোক পড়ার পরামর্শ দিচ্ছেন, যা ১৯৪৭ সালের দাঙগা-পূর্ব বাংলার দিনহীন - অত্যাচারিত মুসলমানদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। যে কারনে বাংলাদেশে ইনকিলাবের মতো পত্রিকা নিন্দিত (মানুষকে পিছনে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা) ঠিক একই কারনে সে ওয়েব সাইডটা নিন্দার যোগ্য কিনা পাঠক দয়া করে এটা বিবেচনা করবেন। আর একটা কথা, আগেও এক লেখায় একজন মুসলমানবিদ্বেশী লেখককে বলেছিলাম - প্রকৃতিতে একটা নিয়ম আছে যা নিউটন সাহেব বলবিদ্যার ৩য় সূত্র হিসাবে বলেছেন (প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে)। সুতরাং সাবধান - ভুল তথ্য, ভুল বিশ্লেষন করে কোন বিষয়ের জন্যে একদল মানুষকে হেয় করার আগে ভাবুন - এ আপনার নিজের গোষ্ঠীর কতটা সাহায্য আপনি করলেন। মনে রাখবেন, ঘৃণা শুধু ঘৃণাই জন্ম দেবে ।পাঠক, লক্ষ্য করবেন - আলমঘীরের লেখা “দিগন্ত বাবুদের মানবতার স্বরূপ উদঘাটন”। তিনি যা বলেছেন, বা প্রচারিত, যা আমরা সবাই জানি - কিন্তু মানুষ এগুলো ভুলে যেতে চায়- এ গুলো মনের থেকে মুছে ফেলা দরকার সামনে আগানো প্রয়োজনে - কারন কতগুলো বিপথগামী বা বিভ্রান্ত মানুষের পাষবিকতার জন্যে কখনো একটা ধর্ম বা গোষ্ঠী দায়ী হতে পারে না - করা ঠিক নয়।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো, সেপ্টেম্বর, ২২, ২০০৩